ভোরের কাগজ

তারিখ 10 JUL 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদল নেতাকর্মীদের অবস্থান ধর্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ছাত্রদল সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ শাখার নেতাকর্মী জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের মত তাদের অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করে।

অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান এমপি, ছাত্রদল সহসভাপতি ফজলুল হক মিলন, সাবেক ছাত্র-

(৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সলিমুল্লাহ মেডিক্যালকলেজের ছাত্রদলনেতাকর্মীদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নেতা কামরুজ্জামান রতন, শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী, হাবিবুন নবী সোহেলসহ ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত হন।

উল্লেখ্য, গত রোববার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাত্রদলকে ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্মীরা বের করে দিলে তারা প্রেসক্লাবের সামনে সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছে।

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদল নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে একটি দল বিএনপি, ছাত্রদলকে কোণঠাসা করার জন্য একের পর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তিনি অবিলম্বে সরকারকে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের দমন, পীড়ন, নির্যাতন পরিহারের আহবান জানান। সমাবেশে আমান উল্লাহ আমান বলেন, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্ত করে এর শান্তিপূর্ণ সমাধান না করা হলে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ছাত্রলীগের বক্তব্য

ছাত্রলীগ (শা-পা) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ শাখার সভাপতি আসাদুজ্জামান রিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন রিপন মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর একটি মহল সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগ (শা-পা) সম্পর্কে তারা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছে।

বিবৃতিতে তারা বলেন, ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় গত ৫ জুলাই ছাত্রদল কলেজ প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে ৭ই জুলাই অনুষ্ঠিতব্য ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নামসহ একটি কর্মী সমাবেশের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যা প্রশাসনের দৃষ্টিতে আসে। গত ৬ জুলাই কলেজ একাডেমিক কাউন্সিল শুধুমাত্র জনাব আমান উল্লাহ আমান এমপিকে অতিথি করে ছাত্রদলের কর্মী সমাবেশের অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু ৭ জুলাই কর্মী সমাবেশ না করে তারা প্রচুর বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সমাবেশ ঘটায় ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে গালি গালাজ করে। এছাড়া ঐদিন রাতে পুনরায় সন্ত্রাসীরা ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের খুঁজতে থাকে। অনেককে মারধর করে। পরবর্তীতে পুলিশকে খবর দেয়া হলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরদিন ৮ জুলাই কলেজ প্রশাসন সহাবস্থানের আহবান জানালে ছাত্রদল তাতে সাড়া না দিয়ে তাদের সকল কর্মীকে নিয়ে ছাত্রাবাস থেকে চলে যায় এবং ছাত্রাবাস জ্বালিয়ে দেবার হুমকি দেয়।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় ছাত্রদলকে এ ধরনের ঘৃণিত রাজনীতি প্রত্যাহারের আহবান জানান।

একাডেমিক কাউন্সিল

মঙ্গলবার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় বলা হয়, তাদের এখতিয়ারের মধ্যে যেসব সমস্যা আছে একাডেমিক কাউন্সিল আন্তরিকভাবে সেসব সমস্যা সমাধানে চেষ্টা চালাবে।

একাডেমিক কাউন্সিল প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান গ্রহণকারী ছাত্রদেরকে কলেজে ফিরে আসার আহবান জানায়। একাডেমিক কাউন্সিল শিক্ষকদের পরামর্শে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন।

সভায় ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক উপস্থিত একাডেমিক কাউন্সিলকে জানান যে ছাত্রাবাসের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ কর্তব্যে নিয়োজিত রয়েছে। ৮ জুলাই রাতে ছাত্রাবাসে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং ছাত্রদের নিকট হতে কোন প্রকার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

সভায় বলা হয়, সকল বর্ষের পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ক্লাসের অবস্থা সন্তোষজনক।